চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

বই উৎবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র
বঙালির অনেক উৎসবের সাথে যুক্ত হল বই উৎসব

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাঙালির অনেক উৎসবের ঐহিত্য আছে, সেই উৎসবের সাথে এখন যুক্ত হলো বই উৎসব। শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন বছর মানেই নতুন ক্লাস, আর নতুন বইয়ের উৎসব। শিক্ষার্থীগণ বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠে। বছরের শুরুতে সরকার শিক্ষার্থীদের মাঝে সারাদেশে আজ ৩৪ কোটি ২০ লাখ বই বিতরণ করে অন্যান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশকে উন্নতির শিখরে নিতে হলে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের যথাযথ পাঠদান, মূল্যায়ন ও অভিভাবকদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।তিনি আজ শনিবার সকালে টাইগারপাসস্থ চসিকের অস্থায়ী ভবনে কনফারেন্স কক্ষ হতে অনলাইনে বই বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন-চসিক প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার। বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, শিক্ষা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ড. নেছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, আবদুল মান্নান, লুৎফুন নেছা দোভাষ বেবী, হুরে আরা বেগম, সচিব খালেদ মাহমুদ, শিক্ষক আবুল কাশেম, চন্দনা মজুমদার এবং অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর মো. নুরুল আমিন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এক সময় বছর শুরুতে বই পাওয়া যেত না। শিক্ষার্থীদের পুরাতন বই সংগ্রহ করে ক্লাসে যেতে হতো। অনেক পরিবার তার সন্তানের জন্য বইয়ের ব্যবস্থা করতে পারতো না। সে কারণে অনেক শিক্ষার্থী পড়ালেখা থেকে পিছিয়ে যেতো এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৈষম্য তৈরী হতো। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১০ সাল থেকে বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দিয়ে বৈষম্য দূর করেন এবং শিক্ষার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেন। মেয়র প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এজন্য অভিবাদন জানান।
সভাপতির বক্তব্যে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেন, দেশকে ২০৪১সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিনত করতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নতুন প্রজন্মকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে উন্নত ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের হাল ধরার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বছরের শুরুতে নতুন বই পাওয়া আমাদের জন্য ছিল স্বপ্ন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ আমাদের সেই স্বপ্ন পুরন করেছেন। তাই আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী সবাইকে শিক্ষিত জাতি বিনির্মানে যত্নবান হতে হবে।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৫৫টি বিদ্যালয়ে অনলাইনে বই বিতরণ উৎসব পালন করা হয়।

মমতার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মেয়র
দেশের অর্থনীতিকে সাবলম্বী করতে হলে
দক্ষ জনসম্পদের বিকল্প নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, প্রান্তিক জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত না করা পর্যন্ত অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে না। প্রান্তিক জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়নে এনজিও সংস্থা মমতা ৩৯বছর ধরে সে দায়িত্ব পালন করে আসছে। মমতা বিগত বছরগুলেতে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রেখে চলেছে তা নি:সন্দেহে প্রসংশার দাবী রাখে। মমতা যেন অনগ্রসর জনগোষ্ঠির কল্যাণে তাদের সেবা প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখে সেই আহ্বান জানান। তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত ও দক্ষতামুলক শিক্ষা পাঠক্রমে সংযোজন করে দেশের মানুষকে সম্পদে রূপান্তর করার দায়িত্ব নিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি আহ্বান জানান। মেয়র জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির বিকল্প নেই বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। আজ শনিবার বিকেলে হালিশহর হাউজিং এস্টেট এলাকায় মমতার ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মমতার কার্যকরি পরিষদের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ টেলিভিশেনর জেনারেল ম্যানেজার (চট্টগ্রাম) নিতাই কুমার ভট্টাচার্য্য, চসিক প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, সাবেক সংসদ সদস্য ও মমতার উপদেষ্টা বেগম সাবিহা মুছা, মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহমেদ, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, মা ও শিশু হাসপাতালের সহসভাপতি সৈয়দ মোরশেদ আলম, আশরাফ আহমেদ, মো. ফারুক প্রমুখ।
মেয়র আরো বলেন, মহামারী করোনার কারণে সারাবিশে^ মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর ফলে নগরীর কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠি চরম দুর্দশার ভেতর দিয়ে দিন যাপন করছে। এই দুর্যোগকালে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পাশে মমতার মতো সামাজিক সংগঠন দাঁড়িয়েছে বলে কিছু মানুষ চরম ভোগান্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। তিনি মমতার সেবামুলক কার্যক্রমকে আরো তরান্বিত করার আহ্বান জনান। পরে মেয়র প্রতিবন্ধিদের মাঝে হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন ও স্বাস্থ্য উপকরন বিতরণ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩